দৈনিক
ইনকিলাব
22
NPO1/7
তারিখ ··· 18 JAN 2008
পৃষ্ঠা 2 কলাম 4

রিমান্ডে শিক্ষক-ছাত্র নির্যাতনের খবরে ঢাবিতে তোলপাড়

মানববর্ম রচনা : কোন ক্লাস হয়নি : মৌন মিছিল ও সমাবেশে মুক্তি দাবী অব্যাহত : আগামী সপ্তাহে দু'টি মামলার রায়

বিশ্ববিদ্যালয় রিপোর্টার : ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক-ছাত্রদের জিজ্ঞাসাবাদের নামে নির্মম নির্যাতনের সংবাদে বিশ্ববিদ্যালয়ে তোলপাড় সৃষ্টি হয়েছে। শিক্ষক-শিক্ষার্থীরা বলছেন, এ ধরনের ঘটনা জাতিকে স্তম্ভিত করেছে। চলমান আন্দোলনের অংশ হিসেবে গতকাল বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন ভবনে

পৃ: ১৫ : ক : ৪

রিমান্ডে শিক্ষক-ছাত্র নির্যাতনের

প্রথম পৃষ্ঠার পর

মানববর্ম রচনা করে কারাবন্দি শিক্ষক-ছাত্রদের নিঃশর্ত মুক্তি এবং সব মামলা প্রত্যাহারের দাবি জানিয়েছেন। অধিকাংশ বিভাগ ও ইনস্টিটিউটে কোন ক্লাস ও পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হয়নি। একই দাবীতে কলা ভবনে কালো পতাকা উড়িয়েছেন শিক্ষকরা। তাছাড়া কালোব্যাজ ধারণ, মৌন মিছিল, প্রতিবাদ সমাবেশ অব্যাহত ছিল। এদিকে জরুরী বিধি ভঙ্গের অভিযোগে দায়ের করা পৃথক দুটি মামলার রায় আগামী সপ্তাহে ঘোষণা করা হবে বলে আদালত সূত্র জানিয়েছে।

কারাবন্দি শিক্ষক-ছাত্রদের ওপর নির্মম নির্যাতনের সংবাদে শিক্ষক ও ছাত্র-ছাত্রীদের মাঝে তোলপাড় শুরু হয়েছে। বিশেষ করে গত বুধবার আদালতে দেয়া প্রফেসর আনোয়ার হোসেনের বক্তব্যে নির্যাতনের যে বিবরণ এসেছে, এটাকে জাতির জন্য লজ্জাজনক অধ্যায় হিসেবে আখ্যা দিয়েছেন তারা। বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক সমিতির সাবেক সভাপতি প্রফেসর আতাউর আবেদীন সিদ্দিক বলেন, প্রফেসর আনোয়ার হোসেনের বক্তব্য জাতিকে স্তম্ভিত করেছে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক-ছাত্র নির্যাতনের ঘটনা অত্যন্ত দুঃখজনক, বেদনাদায়ক ও লজ্জাজনক। ছাত্র-ছাত্রীরা মেধার স্বীকৃতি নিয়ে বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হয়েছে। তাদের নির্যাতন করা জাতিকে মেধা শূন্য করার শামিল। সমাজকল্যাণ ও গবেষণা ইনস্টিটিউটের শিক্ষক ও নীলদলের যুগ্ম আহবায়ক প্রফেসর মুহাম্মদ সামাদ বলেন, প্রফেসর আনোয়ার এ বক্তব্যের মাধ্যমে তার অবস্থান স্পষ্ট করেছেন। এর আগে তিনি যে বক্তব্য দিয়েছিলেন তা ছিল খণ্ডিত বক্তব্য। এ বক্তব্যের মাধ্যমে ভুল বুঝাবুঝির অবসান হয়েছে। বাণিজ্য অনুষদের ডীন প্রফেসর সিরাজুল ইসলাম বলেন, শিক্ষক-ছাত্রদের ওপর নির্যাতনের যে খবর শোনা যাচ্ছে তা অত্যন্ত দুঃখজনক। গণযোগাযোগ ও সাংবাদিকতা বিভাগের ছাত্র সজীব [illegible] বলেন, শিক্ষক-ছাত্রদের নির্যাতনের মাধ্যমে সরকার কলঙ্কজনক অধ্যায়ের জন্ম দিয়েছে। এ নির্যাতনের সাথে জড়িতদের নাম ইতিহাসে কলঙ্কজনক হিসেবে লিপিবদ্ধ হবে।

কারাবন্দি শিক্ষক-ছাত্রদের মুক্তির দাবীতে মানববর্ম [illegible] বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীরা। সকাল সাড়ে ১১টার দিকে বিভিন্ন ভবনের প্রবেশপথে মানববর্ম তৈরি করে শিক্ষার্থীরা। এসময় কাউকে ক্লাসে প্রবেশ করতে দেয়া হয়নি। কলাভবন, কার্জন হল, সায়েন্স এনেক্স ভবন, চারুকলা ইনস্টিটিউট এবং শিক্ষা ও গবেষণা ইনস্টিটিউটের সামনে মানববর্ম তৈরী করে প্রতিবাদ জানায় ছাত্র-ছাত্রীরা। কলাভবনের একপ্রান্ত থেকে শুরু হয়ে অপরাজেয় বাংলা ঘুরে অপরপ্রান্ত পর্যন্ত হাতে হাত ধরে দাঁড়ায় ছাত্র-ছাত্রীরা। অভিনব এ কর্মসূচি ক্যাম্পাসে ব্যাপক সাড়া ফেলেছে। বিকালে নির্যাতনবিরোধী ছাত্র-ছাত্রীবৃন্দের সমর্থকরা ভিসির সাথে দেখা করে আবারও শিক্ষক-ছাত্রদের মুক্তি ও সব মামলা প্রত্যাহারের দাবী জানিয়েছেন। তারা বলেন, সরকার ও বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসন বারবার দুটি মামলার ব্যাপারে কথা বললেও ছাত্রদের বিরুদ্ধে দায়ের করা বাকি ৩টি মামলার ব্যাপারে কেউ কথা বলছেন না। ফলে অনিশ্চয়তা থেকেই যাচ্ছে। তারা সবগুলো মামলাকে সমান গুরুত্ব দিয়ে বিবেচনা করার জন্য ভিসির কাছে দাবী জানান।

সকাল সাড়ে ১০টার দিকে ক্যাম্পাসে জড়ো হয় 'ছাত্রবন্ধু' সংগঠনের সমর্থকরা। সকাল ১১টায় কলা ভবনের সামনে থেকে মৌন মিছিল বের করেন তারা। মিছিলটি মধুর ক্যান্টিনের সামনে দিয়ে কেন্দ্রীয় লাইব্রেরী হয়ে রাজু ভাস্কর্যের সামনে গিয়ে শেষ হয়। এসময় আন্দোলনকারী ছাত্র-ছাত্রীরা বলেন, আমাদের দাবী না মানা পর্যন্ত আমরা ফিরে যাবো না। সরকার আইনী প্রক্রিয়ার নামে ছাত্র-শিক্ষকদের সাথে প্রহসন শুরু করেছে। তারা বলেন, বিশ্ববিদ্যালয় সরকারী টাকায় চলে না, বিশ্ববিদ্যালয় চলে সাধারণ মানুষের দেয়া করের টাকায়। এ টাকা বিভিন্ন মাধ্যমে আসে। সরকারের এখানে বাহাদুরি করার সুযোগ নেই। ছাত্রবন্ধুর সমর্থকরা শিক্ষা ও গবেষণা ইনস্টিটিউট, সায়েন্স এনেক্স ভবনে কোন ক্লাস বা পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হতে দেয়নি। তাছাড়া অন্যান্য বিভাগ ও ইনস্টিটিউটে কমবেশী ক্লাস-পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হয়েছে।

বেলা পৌনে ১২টার দিকে কলাভবনে কালো পতাকা উড়ায় শিক্ষকরা। ফার্সি বিভাগের চেয়ারম্যান ড. সাইফুল ইসলাম খান, সমাজবিজ্ঞান বিভাগের ড. জামাল উদ্দিনসহ চারজন শিক্ষক উপস্থিত ছিলেন। এসময় শিক্ষক সমিতির সাবেক সাধারণ সম্পাদক প্রফেসর আখতারুজ্জামান বলেন, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়সহ সব বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক-ছাত্রদের সরকারের ভূমিকায় ক্ষুব্ধ। আমরা যে পতাকা উত্তোলন করেছি তা শোক ও ক্ষোভের প্রতীক। সরকারের মধ্যে এমন একটি প্রতিক্রিয়াশীল গ্রুপ রয়েছে যারা ব্যাপারটি নিয়ে টালবাহানা করছে। তিনি বলেন, সরকার ও বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসনের মধ্যে কোন সমস্যা নেই। ভিসি ঘোষণার এক মিনিট আগেও যদি শিক্ষক-ছাত্রদের মুক্তি দেয় তাতে সরকারের মানহানির কারণ নেই। সরকার যা করছে তা প্রতিহিংসার বহিঃপ্রকাশ।

আমাদের কোর্ট রিপোর্টার জানান, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ৪ শিক্ষক, ১০ ছাত্রের বিরুদ্ধে জরুরী বিধি ভঙ্গের অভিযোগে দায়ের করা পৃথক দুটি মামলার রায় আগামী সপ্তাহে ঘোষণা করা হবে। আগামী ২১ জানুয়ারী একটি মামলার রায় প্রদানের তারিখ ধার্য করা হয়েছে। গতকাল বৃহস্পতিবার ৪ শিক্ষক ও ১ ছাত্রের উপস্থিতিতে উভয় পক্ষের যুক্তিতর্ক শুনানি সম্পন্ন হলে ম্যাজিস্ট্রেট হাবিবুর রহমান সিদ্দিকী রায়ের তারিখ নির্ধারণ করেন। এছাড়া অপর মামলায় ২১ জানুয়ারী যুক্তিতর্ক উপস্থাপন করা হবে। ওই দিন যুক্তিতর্ক শুনানি শেষ হলে অতিরিক্ত সিএমএম মোঃ গোলাম রাব্বানী রায়ের ঘোষণার দিন ধার্য করবেন।

গতকাল সরকার পক্ষে অতিরিক্ত পিপি শেখ মাকসুদ রহমান আদালতে দ্রুত রায় দেয়ার জন্য এক লিখিত আবেদন দেন। আবেদনে বলা হয়, মামলা দুটি গুরুত্বপূর্ণ ও স্পর্শকাতর। ১৪ জানুয়ারী সাক্ষ্য গ্রহণ সম্পন্ন হয়েছে। সার্বিক বিবেচনায় দ্রুত রায় ঘোষণার নিবেদন করা হয়। মামলা দুটির মধ্যে একটিতে সরকার পক্ষে ১২ জন এবং অপরটিতে ১৬ জন সাক্ষীর সাক্ষ্য রেকর্ড করা হয়েছে। গতকাল যুক্তিতর্ক উপস্থাপনকালে অভিযুক্ত শিক্ষকদের আইনজীবী সৈয়দ রেজাউর রহমান, মাসুদ আহমেদ তালুকদার, এম এ মান্নান বলেন, সরকার পক্ষ থেকে আদালতে কোন নিরপেক্ষ সাক্ষী উপস্থাপন করা হয়নি। শিক্ষকদের বিরুদ্ধে জরুরী বিধি ভঙ্গের অভিযোগ প্রমাণে সরকার পক্ষ ব্যর্থ হয়েছেন। সব কিছু বিবেচনায় শিক্ষকদের খালাস দেয়ার নিবেদন করা হয়।

সিরাজগঞ্জ জেলা সংবাদদাতা : বিশ্ববিদ্যালয়ের আটক শিক্ষক এবং ছাত্রদের অবিলম্বে মুক্তির দাবীতে গতকাল সকালে সিরাজগঞ্জ সরকারী বিশ্ববিদ্যালয়ে মানববন্ধন কর্মসূচী পালিত হয়। সকাল সাড়ে ১১টা থেকে ১২টা পর্যন্ত ৩০ মিনিটের মানববন্ধন কর্মসূচীতে ২ শতাধিক ছাত্রছাত্রী অংশগ্রহণ করে। কলেজ চত্বরে মানববন্ধন কর্মসূচী পালিত হয়।